আলতাব আলীর রক্তদান ঃ বর্ণবাদী হামলার অবসান

জামাল হাসান

৪ মে ১৯৭৮ সাল। ঋতুরাজ বসন্ত এক মাস আগেই তার আগমনী ঘণ্টা বাজিয়ে সর্বত্র সরব বিস্তার শুরু করেছে। ফুলে-ফুলে নবরূপ-ধারণ করেছে প্রকৃতি। রঙিন ফুলের সৌরভে চারদিক মৌ-মৌ করছে, আর পাখীরা সব মেতে উঠেছে কলরবে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় সর্বত্রই এই মনোরম দৃশ্য।

কিন্তু ১৯৭৮ সালের ৪ মে ছিল ব্যাতিক্রম। চারদিকে এক গুমোট ভাব। বাতাস ভুলে গেল গাছের পাতার সাথে খেলতে। মৌমাছিরা ফুলের মধু আহরণ না করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ঝলমল রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের বদলে আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। শুরু হলো টিপ টিপ বৃষ্টি। পাখীরা যেন এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় নিশ্চুপ হয়ে গেল। চারদিকে সবকিছু যেন হঠাৎ থমকে গেল। মনে হলো এ যেনো এক মৃত্যুপুরী। ঠিক সেই সময় এডলার ষ্ট্রিটে বর্ণবাদী ফ্যাসিস্টদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন আলতাব আলী। ছুরিকাঘাতে আলতাব আলী মরণ যন্ত্রণায় কাতর না হয়ে এক প্রচন্ড হুংকারে কাপুরুষ ফ্যাসিস্টদের অপকর্মের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানান। তাঁর গগনবিদারী হুঙ্কার ফ্যাসিস্টদের কাঁপিয়ে তুলে। পূর্ব লন্ডনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তাঁর রক্ত এবং এই রক্তই আমাদের মনের সুপ্ত ও নিষ্ক্রীয় ডিনামাইটের ফিউজ গুলোকে জ্বালিয়ে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করলো। আলতাব আলীর মৃত্যু আমাদের বিভক্ত কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করলো। আমরা পথে নেমে এলাম। সকল বয়সের ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষ আলতাব আলীর আহবানে সাড়া দিয়ে বর্ণবাদী হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম। আমরা সবাই দৃঢ় শপথ নিলাম- আমাদের অস্থিত্বের জন্য ব্রীকলেন যুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হতে হবে। আলতাব আলীর রক্ত বৃথা যায়নি। আমরা ব্রিকলেন যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং পূর্ব লন্ডনে বর্ণবাদী হামলা চিরদিনের জন্য বন্ধ করেছি। আলতাব আলীর এই আত্মদানের বিনিময়েই আমরা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। আলতাব আলীর কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে আছি এবং তাঁর এই ঋণ আমরা কোনদিন পরিশোধ করতে পারবনা।

আলতাব আলীর মৃত্যু আমাদের বিভক্ত কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করলো। আমরা পথে নেমে এলাম। সকল বয়সের ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষ আলতাব আলীর আহবানে সাড়া দিয়ে বর্ণবাদী হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম। আমরা সবাই দৃঢ় শপথ নিলাম- আমাদের অস্থিত্বের জন্য ব্রীকলেন যুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হতে হবে।

জামাল হাসান ঃ ১৯৭৮ সালে পূর্ব লন্ডনে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আলতাব আলী নিহত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত জাতীয় বিক্ষোভ মিছিল কমিটির তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস ল সেন্টার এবং ক্যামডেন ল সেন্টারে ইমিগ্রেশন স্পেশিয়ালিস্ট হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।